সংবাদ

তারিখ ... 9 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

পীরগঞ্জে গণশিক্ষা প্রকল্পের কোটি টাকা আত্মসাৎ

প্রতিনিধি, পীরগঞ্জ (রংপুর)

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় গণশিক্ষা প্রকল্পের কাজে নানা অনিয়ম করে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায়, গত বছর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে এ গণশিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। এসব ইউনিয়ন হচ্ছে বড় দরগাহ, কুমেদপুর, মদনখালী, টুকুরিয়া, বড় আলমপুর, রায়পুর, পীরগঞ্জ, সানেরহাট, পাঁচগাছি, মিঠিপুর, রামনাথপুর ও কাবিলপুর। সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সাউপ) নামের একটি এনজিওকে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সাউপ ১৩টি ইউনিয়নে ২৫টি বিদ্যালয় নির্মাণ করে ৩৫টির টাকা উঠিয়ে নিয়েছে। এছাড়া কাগজে-কলমে দেখানো এ ৩৫টি বিদ্যালয়ে ২ জন করে মোট ৭০ জন শিক্ষক নিয়োগ নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। এদিকে এসব শিক্ষকের প্রতিটি বিদ্যালয়ে পালাক্রমে রাতে ৩০ জন পুরুষ এবং দিনে ৩০ জন করে মহিলাকে পাঠদান করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা করা হয়নি। গত বছরের নভেম্বরে কাগজপত্রে ক্লাস শুরু দেখানো হলেও গত মাস পর্যন্ত রিসোর্স পার্সনের ক্লাস না করেই বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতিদিন ২টি করে জাতীয় পত্রিকা দেয়ার কথা থাকলেও মাত্র ১৫ দিন পত্রিকা সরবরাহ করে ৯ মাসের বিল উত্তোলন করা হয়েছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে কেজি দরে পুরনো পত্রিকা ক্রয় করে তা সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগে আরও জানা গেছে, এই প্রকল্পে গৃহ নির্মাণ থেকে শুরু করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে অনিয়ম করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য ২৫ হাজার টাকা হারে বরাদ্দ দেয়া হলেও মাত্র ১০ হাজার টাকায় কাজ সম্পন্ন করে বাকি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। আসবাবপত্র ক্রয়ের টাকা দিয়ে স্থানীয়ভাবে নিম্নমানের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ তৈরি করিয়ে তার বেশি দাম দেখানো হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও নানা অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়। মেধা যাচাই না করে গোপনে শিক্ষক নিয়োগসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নানা অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে নগদ অর্থ হাতিয়ে নেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, কোন উপজেলায় প্রকল্প নিতে গেলে সেই সংস্থাকে ওই উপজেলায় কাজ করা পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। কিন্তু সাউপ নামের এ সংস্থার পীরগঞ্জে কোন কাজের অভিজ্ঞতা ছিল না, তারপরেও তাদের কাজ দেয়া হয়। সূত্র জানায়, তদানীন্তন নির্বাহী অফিসার রেজানুর রহমানের স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া অভিজ্ঞতার সনদ দাখিল করে কাজ নেয়। জানা গেছে, এসব অনিয়মের প্রতিবাদ করায় মোনায়েম হোসেন সরকার মানুকে কমিটি থেকে কৌশলে বাদ দেয়া হলে অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। এ নিয়ে, উত্তেজিত কর্মকর্তাদের হাতে পর পর দু'দফা প্রহৃত হওয়ার পর সাউপের নির্বাহী পরিচালক আসাদুজ্জামান আসাদ গা ঢাকা দেন। বর্তমানেও তিনি গা ঢাকা দিয়েই রয়েছেন। ফলে অধিকাংশে বিদ্যালয়ে এখন তালা ঝুলছে।